THE MARTIN ENNALS AWARD
FOR HUMAN RIGHTS DEFENDERS

VILLE DE GENÈVE

পটভূমি ও ভিডিওসহ ইলেক্ট্রনিক সংস্করণ: http://bit.ly/QoZniC

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জেনেভা, মঙ্গলবার, ৭ অক্টোবর ২০১৪

আলেজান্দ্রা আঞ্চিতা মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের জন্য মার্টিন এনালস্ এ্যাওয়ার্ড ২০১৪ তে চূড়ান্তভাবে মনোনীত

আলেজান্দ্রা আঞ্চিতা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সম্প্রদায় কর্তৃক (নীচের জুরি দেখুন) এই পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। যে সকল মানবাধিকার রক্ষাকর্মীরা মানবাধিকারের প্রতি গভীর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং ব্যক্তিগত জীবনে ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছেন তাঁদের এই পুরস্কারটি দেয়া হয়ে থাকে। এই পুরস্কার দেয়ার উদ্দেশ্য মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ৭ অক্টোবর ২০১৪ চূড়ান্তভাবে মনোনীত তিনজনের মধ্যে একজনকে জেনেভায় আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে এই পুরস্কার প্রদান করা হবে।

আলেজান্দ্রা আঞ্চিতা (Alejandra Ancheita) **(মেক্সিকো):** ProDESC এর প্রতিষ্ঠাতা এবং নির্বাহী পরিচালক। ১৫ বছরের ধরে তিনি অভিবাসী, শ্রমকর্মী এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভূমি ও শ্রম অধিকার রক্ষার পাশাপাশি বহুজাতিক মাইনিং এবং এনার্জি কোম্পানির সঙ্গে কাজ করেছেন। এই বিরোধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও সহিংস হামলার শিকারদের তিনি রক্ষা করার চেষ্টা করছেন। তিনি মেক্সিকান আদালতে বহুজাতিক কোম্পানির জন্য জবাবদিহিতা চাওয়ার একজন অন্যতম প্রবক্তা, যেখানে স্থানীয় সম্প্রদায়ের অধিকার বিবেচনায় নেয়া হয় না। মেক্সিকোতে হামলা, হুমকি, দুর্বৃত্তায়ন এবং মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের হত্যার স্পষ্ট উদাহরণ আছে। আঞ্চিতা এবং ProDESC গণমাধ্যমে মানহানিমূলক প্রচারণা, অফিস ভাঙচুরসহ নজরদারির মধ্যে রয়েছেন।

মার্টিন এনালস্ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মাইকেলিন ক্যালমি-রে বলেন, "জুরি কর্তৃক আলেজান্দ্রা আঞ্চিতা'র মনোনয়ন দেয়া মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের বাহিনী দ্বারা অধিক সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার বিষয়টিকে তুলে ধরে। স্থানীয় সরকার এবং আদালত শক্তিশালী অর্থনৈতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাজে মদদ দেয়ার সঙ্গে যুক্ত হয় যার ফলশ্রুতিতে মানহানিকর ও শারীরিক আক্রমণের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।"

আরো দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বী মার্টিন এনালস্ পুরস্কার পেয়েছেন।

চাও সানলি (Cao Shunli) **(চীন): তিনি গত ১৪** মার্চ ২০১৪ আটকাবস্থায় চীনের নিরাপত্তা হেফাজতে চিকিৎসার অভাবে মারা যান। তাঁর শারীরিক অসুস্থতার কথা কর্তৃপক্ষের জানা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে চিকিৎসা দিতে অনেক বিলম্ব করা হয় যার ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটে। ২০০৮ সাল থেকে তিনি তথ্য, বাক স্বাধীনতা এবং সমাবেশ করার স্বাধীনতার ওপর সক্রিয়ভাবে কাজ করতে থাকেন। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মেকানিজমের সঙ্গে যুক্ত মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের প্রতিহিংসাপূর্ণ মনোবৃত্তির এটি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক উদাহরণ।

আদিলুর রহমান খান (Adilur Rahman Khan) **(বাংলাদেশ): ১৯৯০** সাল থেকে তিনি এবং তাঁর সংগঠন *অধিকার* অবৈধ আটক, গুম এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডসহ মানবাধিকার বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যুর ওপর কাজ করেছেন। সংগঠনটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে কারণ অধিকারকে দেয়া দাতাসংস্থাগুলোর তহবিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক আটকে রাখা হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে তিনি সমাবেশকালে ৬১ জনের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের প্রতিবেদন প্রকাশ করার জন্য ফৌজদারি মামলার সম্মুখীন হয়েছেন।

মানবাধিকার আন্দোলনের প্রধান পুরস্কার: দি মার্টিন এনালস্ এ্যাওয়ার্ড ফর হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার্স বিশ্বের নেতৃস্থানীয় দশটি মানবাধিকার সংস্থা যারা বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের সুরক্ষা প্রদান করে তাদের সহযোগিতায় এই পুরস্কার দেয়া হয়ে থাকে। নিম্নবলিখিত এনজিওগুলো নিয়ে এর জুরি গঠিত:

- এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল
- হিউম্যান রাইটস ওয়াচ
- হিউম্যান রাইটস ফার্স্ট
- ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর হিউম্যান রাইটস
- ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন এগেইনস্ট টর্চার
- ফ্রন্ট লাইন ডিফেন্ডার্স
- ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অফ জুরিস্টস
- ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিস ফর হিউম্যান রাইটস
- হিউরিডকস
- ই ডব্লিউ ডি ই জামানি

ভিডিওসহ ইলেক্ট্রনিক সংস্করণ: http://bit.ly/QoZniC

বিস্তারিত তথ্যের জন্য, যোগাযোগ করুন: মাইকেল খামবাট্টা (Michael Khambatta) +৪১ ৭৯ ৪৭৪ ৮২০৮
khambatta@martinennalsaward.org or visit www.martinennalsaward.org